চিহ্নের অন্বেষণ

মার্ক ৮:১১-২১

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমরা যীশুকে বিভিন্ন অলৌকিক কাজ করতে দেখেছি। একটি সুর-ফৈনীকী স্ত্রী-লোকের ভূতগ্রস্ত কন্যাকে তিনি দূর থেকে সুস্থ করেন (৭:২৪-৩১);দিকাপলির একজন বধির-তোৎলাকে তিনি সুস্থ করেন (৭:৩১-৩৭); তিনদিন ধরে তাঁর বাণী শ্রবণকারী জনতার প্রতি করুণাবিষ্ট হয়ে সাতখানা রুটি ও কয়েকটি ছোট মাছ দিয়ে ৪, ০০০ লোককে খাওয়ান (৮:১-১০)। আবার আজ যে অংশ আমরা পাঠ করেছি, তার ঠিক পরবর্তী অংশে আমরা দেখতে পাই, যীশু বৈৎসৈদাতে একজন অন্ধ কে সুস্থ করেন (৮:২২-২৬)। অর্থাৎ, যীশু তাদের সামনে একের পর এক চিহ্ন দিয়েছেন, যেন তারা যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে বা তাদের পরিত্রাতা-প্রভু হিসাবে চিনতে পারে। তা সত্ত্বেও, আমরা দেখছি যে ইহুদি-ধর্মীয় নেতা ফরিসীরা যীশুর সঙ্গে ঝগড়া করছে এবং যীশু যে কে, তা প্রমাণ করার জন্য, আকাশ থেকে চিহ্ন দেখাতে বলছে।

মথি ২৩:২৭ পদে, এই ফরিসীদের বিরুদ্ধে অনুযোগ করে যীশু এমন কথা বলেছেন, "কপটীরা, ধিক্ তোমাদের! কারণ, তোমরা চুনকাম্ করা কবরের তুল্য, তা বাইরে সুন্দর বটে, কিন্তু ভিতরে মরা মানুষের হাড় আর সবরকম অশুচিতা ভরা।" এই ফরিসীরা যীশুর দ্বারা সাধিত অলৌকিক কাজ দেখে, যে ঈশ্বরের গৌরব করতে এসেছে, এমন নয়; কিন্তু আধ্যাত্মিক অন্ধ, হৃদয় কঠিনীভূত ও পাপ এবং অপরাধে মৃত এই ফরিসীরা যীশুকে পরীক্ষা করতে এসেছে (মথি ১৬:১-৪)।

সেইসময় এই ফরিসীরা ছিল মোশির দ্বারা প্রদত্ত ঈশ্বরের বিধানের প্রতিনিধি, বা ইস্রায়েলের ধর্মীয় নেতা; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পবিত্র ঈশ্বরের মুখোমুখি হয়েও তারা তাঁকে চিনতে ব্যর্থ হয়। ফরিসীদের মতো আমরাও যদি আত্ম-ধার্মিকতায় পূর্ণ হই; আমরাও আধ্যাত্মিক অন্ধতাগ্রস্ত হই, যার ফলস্বরূপ, কেবল নিজেরা নই, অন্যদেরও অন্ধ করতে আমরা উৎসাহিত হই। আজ আমরা যারা এখানে উপস্থিত, আমরাও কি ফরিসীদের ন্যায় যীশুর কাছ থেকে বিশেষ চিহ্ন দেখতে আগ্রহী, নাকি আমাদের জীবনে একের পর এক চিহ্ন প্রদর্শনকারী যীশুকে চিনতে আগ্রহী? আমরা কি যীশুর পক্ষে অলৌকিক কার্যকারীদের জনসভায় কেবল যোগ দেব, নাকি তাঁর বাক্য-শিক্ষার দ্বারা ঈশ্বরকে চিনব?

আমরা কেন চিহ্ন চাই? কারণ, (১) ফরিসীদের মত আমরাও সত্যকে স্বীকার করতে বা যীশু কে, তা গ্রহণ করতে আগ্রহী নই। (২) ফরিসীদের মত আমরাও পরিবর্তিত হতে আগ্রহী নই। ফরিসীদের এমন আচরণে যীশু দীর্ঘশ্বাস ফেলতে বাধ্য হন, তিনি তাদের জন্য বিশেষ চিহ্ন দেখিয়ে, তাঁর মূল্যবান সময় নষ্ট করতে চান না (তিনি বলেন, "পবিত্র বস্তু কুকুরদের দিও না, মুক্তা শূকরদের দিও না, পাছে তারা, তা পা দিয়ে দলায় ও ফিরিয়া তোমাদের ফাড়িয়া ফেলে" (মথি ৭:৬)। অবশ্য মথির লেখা সুসমাচারে, কেবল যোনার চিহ্ন তাদেরকে দেবার কথা বলা হয়েছে (মার্কের সুসমাচারের পাঠকেরা মূলত অ-ইহুদি হওয়ায়, যোনার কথা না জানায়, তার কথা বলা হয়নি)। যোনার চিহ্নের দ্বারা যীশু তাঁর মৃত্যুর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

তিনদিন পর পুনরুত্থানের কথা বলেছেন। যদিও যীশু ভালো করেই জানতেন যে "তারা যদি মোশি ও ভাববাদীদের কথা না শুনে, তবে মৃতগণের মধ্য থেকে কেউ উঠিলেও তারা মানবে না" (লূক ১৬:৩১)।

কিন্তু, এ তো হল ফরিসীদের কথা। যীশুর শিষ্যদের পরিস্থিতি কেমন? খুবই দুঃখের বিষয়, তারা ফরিসীদের মতো সরাসরি তাদের অবিশ্বাসের কথা না বললেও, কাজে তাদের অবিশ্বাসেরই প্রকাশ রেখেছে। পাঁচ হাজার বা চার হাজার লোকদের খাওয়ানোর সময় যদিও এই শিষ্যরাই যীশুকে সাহায্য করেছে, তারা সে ঘটনার কথা ভুলে গেছে। যীশুর উপস্থিতিই যে তাদের জীবনে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ, তা তারা ভুলে গেছে। তাই যীশু থাকা সত্ত্বেও, রুটি না থাকায় তারা ব্যতিব্যস্ত, একে অন্যকে দোষারোপ করতে শুরু করেছে। আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন কী) রুটি না যীশু? যীশু আমাদের রুটির প্রয়োজন মিটাতে পারেন, কিন্তু রুটি কি আমাদের জীবনে যীশুর শূন্যস্থান পূরণ করতে পারে? শিষ্যদের আচরণ দেখে, যীশু তাদের 'অল্পবিশ্বাসী' আখ্যা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন (মথি ১৬:৮)। ফরিসীদের শিক্ষা থেকে শিষ্যদের দূরে থাকতে যীশু তাদের আজ্ঞা করেন (মথি ১৬:১২)।

ফরিসীরা তাদের ভ্রান্ত শিক্ষার মাধ্যমে যীশুর প্রতি অবিশ্বাসের বীজের দ্বারা সর্বত্র আগাছাকে জন্ম দিতে চেয়েছিল। মিথ্যা পরম্পরাকে ধর্মীয় সত্য হিসাবে তুলে ধরে, নিজেদের তৈরি প্রাণহীন, শক্তিহীন ধর্মীয় আচরণকে উচ্চীকৃত করেছে (৭:৪, ৮)। হেরোদের শিক্ষার দ্বারা জাগতিকতাকে তুলে ধরা হয়েছে (৬:১৭-২৯)। উভয় শিক্ষাই ঈশ্বরকে অস্বীকার করে, মানুষকে উচ্চীকৃত করে। মানবতাবাদ বা যুক্তিবাদের নাম করে সৃষ্টিকর্তা, প্রভু-পরিত্রাতাকে অস্বীকার করে। এ এমন বিষাক্ত রোগ যে একে যীশু তাড়ীর (ক্যানসার) সঙ্গে তুলনা করেছেন। যা আকারে সামান্য হলেও সমস্ত রুটির তালকে তাড়ীময় করে তোলে (একটি কোষ থেকে শুরু করে সমস্ত শরীরকে আক্রমণ করে)।

ঈশ্বর আমাদের বাইরে নয়, কিন্তু ভিতর দেখেন। সেখানে কি যীশুর শিক্ষা (বাইবেল) নাকি ফরিসী বা হেরোদের শিক্ষায় পূর্ণ? আমরা কি ফরিসীদের ন্যায়, ভিতর লুকিয়ে রেখে, কেবল বাইরে সুন্দর হতে আগ্রহী? নাকি ভিতরে সুন্দর হবার জন্য প্রত্যহ তাঁর বাক্যের শিক্ষায় পূর্ণ হতে চাই? ভিতরের অশুচিতা মানুষের কাছে আজ হয়তো লুকিয়ে রাখা সম্ভব কিন্তু শেষ বিচারে সবই প্রকাশ পাবে।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)